মাজার শরিফ-এর আর্তনাদ

আব্দুল হাসান বারাজিদেহ

মূল ফারসি থেকে অনুবাদ

মুমিত আল রশিদ

ঐতিহ্য

যুদ্ধাহত সাধারণ মানুষ

যাদের নিকট দিন শেষে কষ্টেসৃষ্টে
দুমুঠো খাওয়াটাই অনেক বড় ধর্ম

অনুবাদকের কথা

পৃথিবীজুড়ে ইরানি চলচ্চিত্রের অবারিত দ্বার যেদিন উন্মোচিত হয়েছিল, সেদিন থেকেই মূলত ভোগবাদী মানুষ নিজেদের চিন্তার রাজ্যে নতুন খোরাক পেতে শুরু করল। তাদের মধ্যে বাহ্যিক ভোগবিলাস ত্যাগ করে ধীরে ধীরে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে জানার আগ্রহ তৈরি হলো। দেশে দেশে ইরানি চলচ্চিত্রের জয়যাত্রা শুরু হলো। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্ব–সবকিছু সম্বন্ধে নতুন এক জগৎ সৃষ্টি হলো। অতি দ্রুত ইরানি চলচ্চিত্র বিশ্বের আন্তর্জাতিক উৎসবে পুরস্কৃত হতে লাগল। ইরানি চলচ্চিত্রও নির্দিষ্ট গণ্ডি পেরিয়ে বৈশ্বিক পরিসরে জায়গা করে নিল। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। ১৯৯৩ সাল থেকে প্রতিনিয়ত ইরানি চলচ্চিত্র বিভিন্ন উৎসবে ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রদর্শিত হতে থাকল। ইরানি গল্পে মানুষ নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া কাহিনির মিল খুঁজতে শুরু করল। ইরানি সিনেমার ফারসি নামের বদলে জায়গা করে নিল বাংলাদেশি অনুবাদ নাম। বাংলা নামের মাধুর্যেও দর্শক টানতে সক্ষম হলো। সাধারণ দর্শকের মাঝে একেকটি সিনেমা ১০-১২ বার পর্যন্ত দেখার আগ্রহ তৈরি হলো। পর্যায়ক্রমে এগুলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও পাঠ্যক্রম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হলো। এভাবেই ইরানি সিনেমা এ দেশের দর্শকদের জন্য বিনোদনের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে পরিগণিত হলো। 'মাজার শরিফ' সিনেমাটিও তেমনি একটি সিনেমা। সত্য ঘটনার অসাধারণ বিন্যাস, মনোমুগ্ধকর ভিডিওগ্রাফি, তালেবান নিষ্ঠুরতার রোমহর্ষক দৃশ্য

দর্শকদের বারবার সিনেমা হলে টানতে বাধ্য করেছে। আশা করছি পাঠক চিত্রনাট্য পাঠেও সেই দৃশ্য কল্পনায় খুঁজে পাবেন।

বন্ধুবর প্রিয় কবি পিয়াস মজিদ আমার অনুবাদকর্মগুলো বাঁচিয়ে রাখার চিন্তা করেছেন। যিনি আমার নিকট বন্ধুর চাইতেও বেশি কিছু। তাঁর প্রতি অফুরন্ত ভালোবাসা। পূর্বের ৩টি সিনেমার বইয়ের মতো এবারও ধ্রুব এষ দাদা চমৎকার প্রচ্ছদে পাঠককে আকৃষ্ট করেছেন। তাঁর প্রতিও অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। প্রতিটি অনুবাদ অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বিন্যাসে সহযোগিতা করায় প্রথম আলোর ফিচার লেখক স্নেহাস্পদ কবীর হোসাইনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নতুন এই পথচলায় সহযোগিতার জন্য ঐতিহ্য প্রকাশনা সংস্থাও প্রশংসার দাবি রাখে।

মুমিত আল রশিদ
ডিসেম্বর ২০২৩

আব্দুল হাসান বারাজিদেহ ও তাঁর মাজার শরিফ-এর আর্তনাদ

আব্দুল হাসান বারাজিদেহ ১৯৭০ সালে ইরানের আবাদান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে লেখক, অভিনেতা ও চলচ্চিত্র পরিচালক। সিনেমা ও টেলিভিশনে অভিনয়ের পাশাপাশি নির্দেশনাও দিয়ে থাকেন। হোনার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক বিভাগ থেকে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি 'হাফেজুন' (অভিভাবক) নাটকের মধ্য দিয়ে মাত্র ২৩ বছর বয়সে যাত্রা শুরু করেন। বেশ কিছু বছর শুধু থিয়েটারের সঙ্গে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। ১৯৮৯ সালে প্রথম 'জোস্তেজু ক্বাহরমান' (বীরের সন্ধানে) সিনেমায় অভিনয় দিয়ে চলচ্চিত্রে প্রবেশ করেন। বারাজিদেহ এরপর অভিনয়ের পাশাপাশি পরিচালনায়ও নেমে পড়েন। তিনি নির্মাণ করেন টেলিভিশন সিরিয়াল 'মেছলে হিচকাছ' (কেউ কারও মতো নয়, নির্মাণকাল ২০০৮ খ্রি.)। তাঁর অভিনীত সিনেমা হচ্ছে 'ট্যানেল '(১৯৯২ খ্রি.) ও টেলিভিশন সিরিয়াল 'সি মোরগ' (১৯৯২ খ্রি.)। তাঁর নির্মিত সিনেমা 'পারভা'জ দার এরতেফায়ে সেফ্‌র' (শূন্যে উড্ডয়ন, ২০১৭ খ্রি.), 'মাজার শরিফ' (২০১৪ খ্রি.), 'দৌলতে মাখফি' (গোপন রাজ্য, ২০১৩ খ্রি.), 'চিজি শাবিহে মোজেজা' (অলৌকিক কোনো

একটি কিছু, ২০০৮ খ্রি.), ‘শুখিহায়ে খোদা’ (খোদার রসবোধ, ২০03 খ্রি.), ‘পারভাজে খামুশ (নিস্তব্দ উড়াল, ১৯৯৮ খ্রি.), ‘দাকাল’ (টাওয়ার, ১৯৯৫ খ্রি.)।

‘মাজার শরিফ-এর আর্তনাদ’ চলচ্চিত্রটি বারাজিদেহের চতুর্থ চলচ্চিত্র। দীর্ঘ ১১ বছর বিরতির পর তিনি এই চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন। ৩৩তম আন্তর্জাতিক ফজর চলচ্চিত্র উৎসবে এটি প্রদর্শিত হয়। আফগানিস্তানের মাজার শরিফে ১৯৯৮ সালের ৮ আগস্ট তালেবানদের হামলায় ইরানের কনসুলেট ভবনের সবাই মারা পড়ে। ঘটনাটির একমাত্র বেঁচে যাওয়া ব্যক্তির বর্ণনার ভিত্তিতে চিত্রনাট্য তৈরি হয়। সিনেমাটির মূল থিম ছিল ‘কোনো যুদ্ধই মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না’।

‘মাজার শরিফ-এর আর্তনাদ’ চলচ্চিত্রটি সম্বন্ধে তেহরানের আল জাহরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে বারাজিদেহ বলেন, ‘আফগানিস্তানের মাজার শরিফে ইরানের কনসুলেট ভবনে পাকিস্তান তালেবান বাহিনী কর্তৃক ঘটে যাওয়া কাহিনি নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করলাম, অথচ অনেকেই বিশ্বাস করল না! আমি যদি সিনেমাটির মূল নায়ক শাহসুনের জীবনের ঘটনা অন্যভাবে নিয়ে আসতাম, তবে সবাই বলত হিন্দি সিনেমা! কেউ বিশ্বাস করত না, উল্টো আমাকে অভিযুক্ত করা হতো।’

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অনেকেই জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তিনি সিনেমাটিতে আফগান কাউকে ব্যবহার করেননি?

তিনি উত্তরে বললেন, ‘আমরা তাদের ব্যবহারের চেষ্টা করেছি, অসংখ্যবার যোগাযোগও করেছি। এমনকি যাঁরা ইরানে থিয়েটারের জন্য এসে থাকেন, তাঁরাও এসেছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যথোপযুক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারিনি। আমরা ঘটে যাওয়া কাহিনির সেই ব্যক্তিদের ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম, কেননা, গল্পটি প্রামাণ্যচিত্র আকারে ছিল। আমি ঠিক

প্রামাণ্যচিত্রই রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেটি সম্ভব হয়নি। কিছু কিছু অংশে আফগান লোকজন ছিল, তারা যথেষ্ট ভালোও করেছিল; যা আমাদের প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছে। তেহরানে একটি আফগান শিল্প-সাহিত্য ও থিয়েটার গোষ্ঠী আছে, যারা আসলেই অসাধারণ। এদের মধ্যে যারা তেহরানে ছিল, আমাদের সঙ্গে কাজ করেছে। আবার অনেকেই আফগানিস্তান থাকায় যুক্ত হতে পারেনি।'

তিনি সিনেমায় ব্যবহৃত শহিদদের লাশের ছবিগুলো সম্পর্কে পরবর্তীতে ব্যাখ্যা দিয়েছেন : ছবিগুলো ছিল এবং সেগুলো নিরাপত্তার মধ্যেই ছিল। শাহসুন কনসুলেট ভবন থেকে বের হয়ে আসার পর অন্য কেউ এই ভবনে প্রবেশ করেছিল এবং ছবি তুলেছিল। ছবিগুলো লাশ দাফনের পূর্বেই তোলা হয়েছিল।

সিনেমাটি দেখার পর উপস্থিত একজন জিজ্ঞেস করেছিল, সিনেমাটির একটি দৃশ্যে দেখা যায় যে এক ব্যক্তি কনসুলেট ভবন থেকে রক্তাক্ত পা নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে! ওই সময় একজন দেখে বলে যে আপনার গায়ে তো ইরানি পোশাক ছিল, উত্তরে বলে, আমি ভুলে গেছিলাম। গাড়ির ভাঙা গ্লাস দিয়ে একজন এই দৃশ্য দেখে ফেলে এবং অনুমান করা হয় যে ওই ব্যক্তি ছবি তোলে এবং অন্যত্র খবর দেয়। এত রহস্যময় রাখার প্রয়োজন কী?

বারাজিদেহ বলেন, একজন গায়েব হয়ে গিয়েছিল, তার দেহ কোথাও পাওয়া যায়নি। সম্ভবত শাহসুন বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার পর নিজে নিজেই বাইরে বেরিয়ে গেছে এবং পরবর্তীতে কোনো এক তালেবানের হাতে মারা গেছে। সম্ভবত তালেবানরাও জানত না যে সে কে। তারপর কোনো এক জায়গায় দাফন করা হয়েছিল। যখন লাশগুলো হস্তান্তর করা হয়েছিল, ১১টি লাশ ছিল, কিন্তু একটি লাশ ইরানি ছিল না। যেহেতু ইরান ১১টি

লাশের দরখাস্ত করেছিল, এ কারণে আফগানিস্তানের পক্ষ থেকে ১১টি লাশ হস্তান্তর করা হয়েছিল।

নারী শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন ছিল শাহসুনের পরিত্রাণদাতা কি আসলেই একজন আফগান নারী ছিলেন? বারাজিদেহ উত্তরে বলেন, 'আপনারা নারীরা নিজেরা নিজেদের কম মূল্যায়ন করছেন! শাহসুনকে বাঁচিয়ে দেওয়া নারীটি আসলেই আফগানি ছিলেন, যিনি অসম্ভব বিপদের মুখোমুখি হয়ে নিজেকে শাহসুন ও তালেবানদের মধ্যে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং তাকে রক্ষা করেন।'

বারাজিদেহের নিকট প্রশ্ন ছিল, আচ্ছা, সকল বাস্তব ঘটনা কি বলেছেন নাকি গল্পে কোনো কিছুর আধিপত্য দেখাতে চেয়েছিলেন? উত্তরে বলেন, 'যতটুকু পেরেছি, সব সমস্যা বলার চেষ্টা করেছি। কিছু জায়গায় আসলেই বলতে পারিনি। বড় ধরনের অপরাধ ঘটেছিল। অন্যান্য অনেক সমস্যাও ছিল; শুধু শাহসুন ও তার পরিবারের মঙ্গলের জন্য পুরোপুরি এড়িয়ে গেছি।'

আচ্ছা, আসলেই কি শাহসুন নিরপরাধ ছিলেন? তিনি কি কক্ষে লুকিয়ে ছিলেন? তারপর পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন, নাকি প্রথমেই পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন? এর উত্তরে বারাজিদেহ বলেন, 'অনেকেই শাহসুনের নিষ্পাপ থাকা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন। শাহসুনকে দেখা যায় সিনেমার মধ্যে তালেবানদের কথা শুনতে পান এবং সকল রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। তিনি কেন্দ্রে সংকেত পাঠান এবং কেন্দ্র তেমন গুরুত্ব দেয় না। আর এ কারণেই ১১ জন কূটনীতিবিদকে হত্যা করতে সক্ষম হন এবং ৩৩ দিন গায়েব ছিলেন। শাহসুন যখন ফিরে আসেন, তার সঙ্গে নির্দয় আচরণ করা হয়, তাকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়। তিনি মাশহাদ

এলাকায় কৃষিকাজ করেন। আমরা চেয়েছিলাম চলচ্চিত্রটিতে সন্দেহ-সংশয় ঝেড়ে ফেলে শাহসুনের নিরপরাধমূলক চরিত্র উপস্থাপন করব।'

কেন ওই সময় ইরানি কূটনীতিবিদগণ মাজার শরিফে অবস্থান করছিলেন? প্রকৃত অর্থে কাদের দোষে এমনটা ঘটেছিল? বারাজিদেহ বলেন, 'মাজার শরিফে মূলত শিয়া মাজহাব অনুসারীদের বসবাস বেশি। সবার বিশ্বাস অনুযায়ী যেখানে হজরত আলী (রা.)-এর কবর রয়েছে। শিয়াদের পবিত্র শহরে তালেবানদের কট্টর মৌলবাদী আচরণের কারণে আফগান শিয়াদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে বেশ কিছু তালেবান সেখানে মারা যায় ও কিছু পালিয়ে যায়। শহরটি জনগণের হাতে চলে যায় এবং তারা পাকিস্তান দূতাবাসে হামলা চালায়। কেননা, তারা জানত তালেবানদের মূল চাবিকাঠি পাকিস্তানের হাতে। ইরান এই ঘটনা যেন না ঘটে সেটি চেয়েছিল, কিন্তু ঘটনা ঘটে যায়; তাদের কনসুল নিহত হন। একদল রক্তগরম নাছোড়বান্দা প্রতিশোধ নিতে চাইল। আমাদের ইরানি কনসুলেট ভবনও সেখানে ছিল। আফগান বন্ধুরা আমাদের আশ্বাস দিয়েছিল কিছুই হবে না। আর এ কারণেই আমরা তাদের প্রতি আস্থা রেখেছিলাম। যখন একটি রাষ্ট্র আশ্বাস দেয়, তখন কীভাবে সেটি ভঙ্গ করা সম্ভব? আর এ কারণেই দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি ঘটনাটি ঘটে গেছে।

বারাজিদেহ বলেন, 'মূলত পাকিস্তান কখনোই চায়নি আফগানিস্তান শান্ত হোক এবং একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় কাঠামো পাক। কেননা, ওই সময় ইংল্যান্ড আফগানিস্তানের বেশ কয়েকটি শহরে বেসরকারিভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করছিল। তালেবানরাও চাইছিল না ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াক। ইরান দীর্ঘ ৮ বছর ইরাকের সঙ্গে যুদ্ধে নিজেদের শক্তি প্রদর্শনে সক্ষম

হয়েছিল। এমনকি তালেবান পর্যন্ত ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে দূত পাঠিয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত সিনেমাটি নির্মাণের পূর্বে আমি বিষয়টি নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলাম। আমাদের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বললেন, কেন এই সিনেমা নির্মাণ করতে চাইছো? আমরা তালেবানদের রাষ্ট্রীয়ভাবে চিনতে চাইছি। এই বিষয় নিয়ে সিনেমা নির্মাণ পছন্দ করছি না। অন্যদিকে পাকিস্তান চেয়েছিল নিজেদের নিশ্চিন্তে রেখে আফগানিস্তান-ইরান পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ুক। আর এ কারণেই আমরা বলছি ন্যক্কারজনক কাজটি পাকিস্তানের ছিল।

মাজার শরিফ-এর আর্তনাদ

পরিচালক
আবদুল হাসান বারাজিদেহ

প্রযোজক
মনুচেহের শাহ ছাওয়ারি

চিত্রনাট্য লেখক
আব্দুল হাসান বারাজিদেহ

ফারসি থেকে বাংলা অনুবাদ
ড. মুমিত আল রশিদ, চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কলাকুশলীবৃন্দ
হুসাইন ইয়ারি, মাহতাব কেরামাতি, মাসুদ রায়েগান, হুসাইন বাশে অহাংগার, রেজা আজিজি প্রমুখ।

সংগীত
বেহজাদ আবদি

বিন্যাস
হাসান বারাজিদেহ

ক্যামেরা ও ভিডিওগ্রাফি
আলিরেজা জাররিন দাস্ত

মাজার শরিফ-এর আর্তনাদ